

## কোস্ট ট্রাস্ট ও সিএলএস প্রকল্প পরিচিতি



### কোস্ট ট্রাস্ট

১৯৯৮ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে  
এনজিও হিসেবে কাজ শুরু করে।



- ✓ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো রেজি.  
নং-১২৪২, ফেব্রুয়ারি ২৪,  
১৯৯৮। হালনাগাদ - জুন  
১০, ২০১৩ (৫ বছর)।
- ✓ এম আর এ নং-০০৯৫৬-  
০৪০৪১-০০০৬৮, নভেম্বর  
২৯, ২০০৭। প্রতি বছর  
নবায়ন হয়।



## কোস্ট ট্রাস্ট

### কর্ম এলাকাঃ

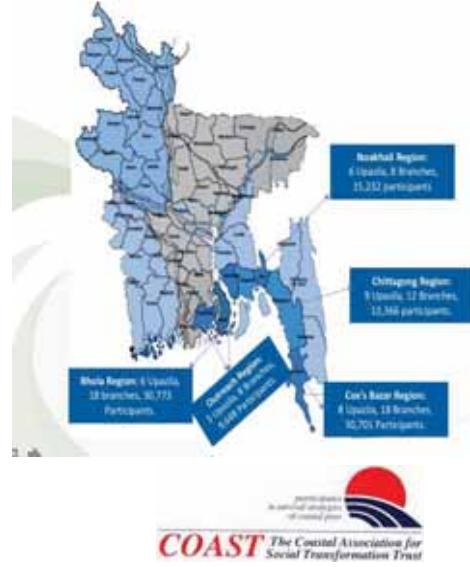
ভোলা, কক্সবাজার,  
পটুয়াখালী, ফেণী, নোয়াখালী,  
লক্ষীপুর এবং চট্টগ্রাম

### কর্মী সংখ্যাঃ

প্রায় ১৫১৭ জন কর্মী  
( পুরুষঃ ৮৮৮ নারীঃ ৬৮২  
জন)

### সুবিধাভোগী

প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার  
পরিবার



## কোস্ট ট্রাস্ট

### কোস্ট ট্রাস্টের বিভিন্ন কর্মসূচি

SL	Name of project	Funded by	Working area	Total beneficiary
	Micro Finance with RBA	PKSF	all COAST working areas.	92000
1	Engaging Communities for Social and Behavior Change in Bhola(C4D) Project	UNICEF	Bhola	1098234
2	Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty(ENRICH) Program	PKSF	Kutubdia Upazila	5122HH
3	Justice for Safety: An Initiative for Community Legal Services	Community Legal Service	Bhola	550,323
4	School Feeding Program (SFP)	EU and GoB	Moheshkhali Upazila and Ramgoti Upazila	Direct 85000 and Indirect 1000000
5	Strengthening Government Social Protection (SGSP)	MJF	Moheshkhali Upazila	Direct 4704 and Indirect 5000
6	Responsive Union Parishad Project (RUP)	DFID and MJF	Bhola	79075
7	Socio Economic Empowerment with Dignity & Sustainability (SEEDS)	Stromme Foundation	Three Upazila in Cox's Bazar.	3500 HH
8	UPP-Ujjibito	IFAD and PKSF	Bhola	45000
9	ECO Fish Project	USAID	Bhola	100000 fishers

## কোস্ট ট্রাস্ট

## জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অধিপরামর্শ কার্যক্রম

- উপকূলীয় ভূমি রক্ষায় স্থায়ী বেরীবাঁধ নির্মাণ।
- মৎস্যজীবীর মৌলিক অধিকার ও জেলে নৌকা রেজিস্ট্রেশন।
- লবণ চাষীদের অধিকার সংরক্ষণ।
- কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ।
- নিরাপদ নো-পথ বাস্তবায়ন।
- পাহাড় কাটা বন্ধ করণ এবং উপকূলীয় প্যারাবন সম্প্রসারণ।



## কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস প্রকল্প



**লক্ষ্য:** সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে বিনামূল্যে আইনগত সহযোগিতা করা

**বাস্তবায়ন:** কোস্ট ট্রাস্ট

**অর্থায়নে :** যুক্তরাজ্য সরকারের

**প্রকল্প এলাকা:** ভোলা জেলার চরফ্যাসন, মনপুরা ও তজুমদ্দিন উপজেলার ২৫ টি ইউনিয়ন

**প্রকল্প মেয়াদ:** ২০১৩ সাল থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত।





### প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অর্জন

- স্থানীয় ১০০ জন প্যারালিগ্যালকে নিরীক্ষিত আইনগত বিষয় দক্ষতা উন্নয়ন করে তাদের মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষকে আইনগত তথ্য প্রদান করছে।
- আইনগত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কোথায় যেতে হবে, শালিস, শালিস পরিষদ, গ্রাম আদালত, মহিলা অধিদপ্ত, থানা, কোর্ট, জাতীয় আইনগত সহায়তা কেন্দ্রসহ সরকারী ও বেসরকারী আইনগত সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা সমূহ সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য দিচ্ছে।
- উঠান বৈঠক, চায়ের দোকানে সভা, বিভিন্ন শিক্ষণীয় উপকরণের মাধ্যমে আইনগত সচেতন করছে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনে আইনগত সেবা নিতে পারে।

৫৫৩৩২০ জনকে নির্দিষ্ট আইনগত বিষয় সচেতন করেছে ২৬৯০ জনকে আইনগত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে।



### প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অর্জন

- প্রকল্পটি ভোলার ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে তারা গ্রাম আদালত ও শালিস পরিষদ পরিচালনা করতে পারেন।
- প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯টি গ্রাম আদালত ও শালিশ পরিষদ সচল করা হয়েছে।
- ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ প্রতিবেদন অনুসারে গ্রাম আদালত ও শালিস পরিষদের মাধ্যমে ১৩১ অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে।





## প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অর্জন

- ২০০জন স্থানীয় সালিসকারীদের বিরোধ মধ্যস্থতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যারা ২৯৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে ৪২টি নারী ও শিশু বিষয়ক অভিযোগ হস্তান্তর করেছে।
- জাতীয় আইনগত সহায়তা জেলা কমিটির কাছে বিনামূল্যে মামলা পরিচালনার জন্য ২৯১টি অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৭৫ জন জনসংগঠন সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যাতে তারা গরিব মানুষের পাশে থেকে আইনগত সহায়তা দিতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনের মাধ্যমে ৩৩০০ ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ নিরোধ, জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা হটলাইন সমূহ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে যাতে তারা তথ্য দিয়ে আইনগত সহায়তা দিতে পারে।
- ৩ জন প্যানেল এ্যাডভোকেট মাধ্যমে ৪৯০ জন সুবিধাভূগীকে আইনগত পরামর্শ দেয়া হয়েছে।



## মৎস্যজীবীদের নিয়ে কাজ

- প্রকল্পটি ১০০জন স্থানীয় জেলেদের নিয়ে উপজেলা ও জেলা মৎস্যজীবী কমিটি গঠন করেছে এবং তাদের আইনগত অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- জেলে কমিটির প্রতিনিধিরা সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন সেবাসমূহের সুযোগ নিশ্চিত করতে ও মৎস্য অবরোধ সফল করতে সচেষ্ট আছে।
- প্রকল্পটির আওতায় উপকূলীয় জেলেদের আইনগত অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা করেছে যার চূড়ান্ত প্রকাশ আজ গবেষক রেশাদ আলম উপস্থাপন করবেন এবং জেলা পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সেমিনারের সুপারিশ সমূহ হলো।







ভোলা জেলা পর্যায়ের সেমিনারের সুপারিশ সমূহ:



১. জেলেদের আইন সহায়তার জন্য কোন এনজিও বা মৎস্য অধিদপ্তরকে সরাসরি সহায়তা দেয়া।
২. স্থানীয় চেয়ারম্যানদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা।
৩. ভিজিট-এফ 'এর টাকা সরাসরি জেলেদের মোবাইল বা ব্যাংক একাউন্টে দেয়া।
৪. কোস্ট গার্ডের ক্যাম্প সম্প্রসারণ করতে হবে বিশেষ করে ঢালচর, মনপুরা, চরকলাতলি ও চর জহিরউদ্দিন
৫. কারেন্ট জাল যারা উৎপাদন করে তাদের বিরুদ্ধে মৎস্য বিভাগকে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া।
৬. মাছ ধরা বন্দ বাকাকালীন ব্যাংক বা সরকারী /বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঝণের কিস্তি গ্রহণ বন্ধ রাখতে হবে।



৭. জেলেদের মাছ ধরার উপকরণ জাল যা অভিযানের সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক তুলে আনা হয়, সেগুলো বেন নষ্ট না করা হয়, এবং সম্পূর্ণ অক্ষত রাখতে হবে এটি কোন সংস্থা বা অধিদপ্তর জমা রাখতে পারে।
৮. ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, হাতিয়া, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী ও বরগুনার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয় থাকতে হবে এবং চাঁদাবাজ ও ডাকাতিদের তালিকা সকল প্রশাসনের কাছে থাকতে হবে।
৯. সঠিক মৎস্যজীবীদের তালিকা হালনাগাদের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।
১০. অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মৎস্যজীবীদের জন্য একটি হটলাইন নাম্বার চালু করা।





# ধন্যবাদ

